মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৪৬৬

পর্ব-২৭: ফিতনাহ (كتاب الْفِتَن)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - কিয়ামতের পূর্বলক্ষণসমূহ এবং দাজ্জালের বর্ণনা

الفصل الاول (بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَذِكْرِ الدَّجَّالِ)

আরবী

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى على أَثَرِهَا قَرِيبا» رَوَاهُ مُسلم

رواه مسلم (118 / 2941)، (7383) ـ
(صَحِيح)

বাংলা

৫৪৬৬-[৩] ’আবদুল্লাহ ইবনু ’আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহরে মাঝে প্রথম প্রকাশ পাবে এ দু’টি, একটি পশ্চিমাকাল হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং অপরটি চাশতের সময় মানুষের সামনে ’দাব্বাতুল আরয’ বের হওয়া। এ দুটির মধ্যে যেটা প্রথমে প্রকাশ পাবে, অপরটি তার পরপরই খুবই নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হবে। (মুসলিম)

ফুটনোট

সহীহ: মুসলিম ১১৮-(২৯৪১), আবু দাউদ ৪৩১০, ইবনু মাজাহ ৪০৬৯, সহীহুল জামি ২০১৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৫৯৭০, মুসনাদে আবদ ইবনু হুমায়দ ৩২৬, মুসনাদে আহমাদ ৬৮৮১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬৪৫।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا) “কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো: সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া। আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসের মর্মার্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যদি বলা হয় সূর্য-পশ্চিম দিগন্তে উদিত হওয়া প্রথম নিদর্শন নয় বরং এর পূর্বে ধোয়া ও দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তাহলে এর উত্তর হলো, হয়তো এটি কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন। অথবা এ নিদর্শন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অস্তিত্বকে সাব্যস্তকারী একটি নিদর্শন। প্রথম পর্যায়ে প্রকাশ পাবে ধোঁয়া এবং দাজ্জালের আবির্ভাব আর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশ পাবে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হওয়া। ভূমিকম্প আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। এ হাদীসে প্রথম নিদর্শন হিসেবে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদয়ের কথা বলা হয়েছে তা মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম হিসেবে। কেননা বায়হাক্বীর বর্ণনার এসেছে, প্রথমে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, এরপর ‘ঈসা আলায়হিস সালাম-এর অবতরণ হবে, এরপর ইয়াজুজ মাজুজ ও দাব্বাতুল আরয। এর পরবর্তীতে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হবে। যদি এটাই প্রথম নিদর্শন হয় তাহলে ‘ঈসা আলায়হিস সালাম-এর অবতরণের পর কাফিরদের ঈমান আনাতে কোন কাজ হবে না। কেননা সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হলে তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আর আমলও কবুল হবে না, যারা ইতোপূর্বে ঈমান আনেনি।

(وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ) এবং ভূগর্ভ থেকে বিরাট একটি জন্তু মানুষের নিকট পূর্বাহ্নে বের হওয়া।
ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে (واو) অব্যয়টি সাধারণভাবে একত্রিত করার জন্য এসেছে। ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। (واو) বর্ণটি (او) অথবা বুঝাবে। হাদীসে বর্ণিত (أَيُّهُمَا) দুটির যে কোন একটি প্রকাশ পেলে অপরটি তার পরেই প্রকাশ পাবে। কথার দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85444

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন